অনাবিল

অমিতাভ ভট্টাচার্য

এক বক্ষ অনাবিল জল
দুই হস্ত পরিচর্যাকারী
দীর্ঘ চোখে পর্যটনরেখা
পা থেমেছে মেঘেদের বাড়ি।

মেঘ বোঝে, কুলহারা নদী
এনেছে বক্ষে ধরে জল
আদিগন্ত কালিমার মাঝে
হৃদিমধ্যে ফুটেছে কমল।

তবে মেঘ, ভাসাও ভেলায়
পারো যদি সঙ্গে ঝোরো ঘাসে...
এক জন্ম থেকে অনাবিল
অন্য জন্মে বোধ ফিরে আসে।

এপিটাফ

অঞ্জন বিশ্বাস

নিরাপদ শেল্টারে ঢুকে পড়া নিয়তি যাহার
স্বপ্নদৃশ্যে কাঁটাতার ঘুম ভাঙে চক্ষের বাহার।
নিষ্কলুষ মাঠঘাট বয়ে আনে শ্যামল জীবন
ক্ষণে ক্ষণে উচাটন, বালিহারি মন বৃন্দাবন।
অন্দরে বেঁধেছে জট, খোলে কার বাপের ক্ষমতা
দু'য়ে দু'য়ে চার নয়, সব গল্প মানে না সমতা।
বিদ্যালয় - বালকের মতো চক্ষে অবাক চাহনি
চুপিসারে রচে চলে ভিন্নতর আলগ্ কাহানি।
একথা যাহার সে তো অনবদ্য পুরুষ নিশ্চয়
গল্পে বুঝি নারী ঢোকে, ছিল তার প্রাচীন সংশয়!
অগাধ বিশ্বাস ছিল — ঈশ্বরও তার মত একা
অযোনিসম্ভূত তিনি, সুগঠিত, নয় ক্ষুদ্র ব্যাঁকা।
ঈশ্বরের নারী নাই, নাই কোনো ঈশ্বরী সঙ্গিনী
তাহারো যে নারী নাই, আছে এক মেগা অর্ধাঙ্গিনী।